খেয়া

স্থাপিত - ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক সৌভিক কুমার ঘোষ '৯০
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019

• Vol 07 • Issue 9 • 15 September 2018 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

বিদ্যালয়ে এখন কৃতী ছাত্র সংবর্ধনার প্রস্তুতি তুঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমি মনে করি এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র একটি অনুষ্ঠান। বার্ষিক সাধারণ সভা ও শারদ উৎসবের আগেই অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভা যেকোনো সংস্থার জীবনেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সভার মধ্য দিয়েই সংস্থার সামগ্রিক ছবি ধরা দেয়। যা সদস্যদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্মধারাকে বাস্তবায়িত করবারজন্য এই মুহূর্তের একটি তহবিল গড়ে তোলা প্রয়োজন। যে কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই তহবিল গড়ার জন্য জোর পর্যালোচনা চলেছে। আশা করা যায় এই পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে একটি ইতিবাচক ভাবনা উঠে আসবে।

২৩তম অ্যালমনি পুরস্কার ২০১৮

অ্যালমনি পুরস্কার ২০১৮

(৮০ শতাংশ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য)

বর্তমান ছাত্রদের যারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উন্নীত হয়েছে, তাদের জয়যাত্রাকে স্বাগত জানাতে প্রাক্তন ছাত্রদের প্রদত্ত 'অ্যালমনি পুরস্কার'-এ বছর পাচ্ছে --

মাধ্যমিক

১। দেবায়ন দে
২। অর্ঘ্য নস্কর
৩। সুমন দে
৪। কৌশিক নস্কর
৫। সৈকত চক্রবর্তী
৬। ইন্দ্রনীল বিশ্বাস
৭। বিশাল বৈদ্য
৮। সীমন্ত সরকার
৯। সৌম্যদীপ দাস
১০। সন্দীপ ঘোষ
১১। শান্তনু ঘোষ
১২। সৌভিক ভট্টাচার্য

উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান)

১৩। বিনায়ক দাস
১৪। রাহুল দাস
১৫। সৌরদীপ ব্যানার্জী
১৬। সায়ন দে

(বাণিজ্য)

১৭। সৌম্যদীপ দেওয়ান
১৮। সায়ন দাস
১৯। শুভদীপ দাস
২০। শুভঙ্কর নাথ
২১। দীপু মল্লিক
২২। সৌরদীপ অধিকারী

এক নজরে অ্যালমনি পুরস্কার ২০১৮

প্রাক্তন ছাত্রদের দেওয়া বিবিধ স্মারক বৃত্তি ও পুরস্কার

আভারানি চক্রবর্তী স্মারক বৃত্তি ঃ '৬২ সালের ছাত্র অজিত প্রসাদ চক্রবর্তী, মায়ের স্মৃতিতে ২০১৫ সালে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন। প্রথম শ্রেণির প্রথম হওয়া ছাত্র ৪০০ টাকার এই বৃত্তিটি পাবে। এ বছরের প্রাপক সায়ন দাস।

অমিয়া গোস্বামী স্মারক বৃত্তি ঃ ১৯৮৩ সালের ছাত্র দীপনারায়ণ গোস্বামী ওনার মায়ের স্মৃতিতে এ বছর থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রথম হওয়া ছাত্রটির জন্য (৭০০ টাকা) এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন। এ বছরের প্রাপক সৃঞ্জয় কুণ্ডু।

অমিয়া গোস্বামী স্মারক বৃত্তি ঃ ১৯৮১ সালের ছাত্র দেবনারায়ণ গোস্বামী ওঁনার মায়ের স্মৃতিতে ২০১৫ সালে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন। তৃতীয় শ্রেণির প্রথম হওয়া ছাত্র (৭০০ টাকা) এই বৃত্তিটি পাবে। এ বছরের প্রাপক স্বভিমান দাস।

বেলা রায় স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাতঃবিভাগের প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী বেলা রায়ের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি দিচ্ছেন ওঁনার বোন হাসি মিত্র। চতুর্থ শ্রেণির প্রথম হওয়া ছাত্র এই স্মারক বৃত্তিটি পাবে। ৫০০ টাকার এই বৃত্তিটি পাচ্ছে কৌশিক বণিক।

লেখা সিংহ স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাতঃবিভাগের ছোটোদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর এই বৃত্তিটি পাবে। ২০০৯ সালেই বৃত্তিটির প্রচলন করেন হাসি মিত্র। এই (৫০০ টাকার) বৃত্তিটি প্রাপক চতুর্থ শ্রেণির স্বভিমান দাস।

গৌরী ধর্মপাল স্মারক বৃত্তি ঃ ২০১৫ সালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সংস্কৃতজ্ঞ গৌরী ধর্মপালের স্মৃতিতে ওনার মেয়ে রোহিনী ধর্মপাল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রের জন্য এককালীন (১০০০ টাকা) শিক্ষা সহায়ক বৃত্তির প্রচলন করেন। এ বছরের প্রাপক

যে কোনো মুদ্রণপ্রমাদ মার্জনীয়, পুরস্কারের নাম ও অর্থমূল্যে কোনো ভ্রম থাকলে অ্যালমনিতে বিশ্বজিৎ সাধুখাঁর কাছে রাখা মূল কপি দেখে মিলিয়ে নেবেন।

গৌরব প্রামাণিক।

সুনীল কুমার বোস স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাক্তন সভাপতির স্মৃতিতে ওঁনার ভাই সমীর কুমার বোস ২০১০ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারী, নিলয় সর্দারকে ৬০০ টাকার বৃত্তিটি দিচ্ছেন।

নারায়ণ দাস বসু স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাক্তন শিক্ষক নারায়ণ দাস বসু-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাস্কর রায় এবং দেবাশিস চৌধুরি '৬৭ এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন। বিদ্যোৎসাহী এবং আপাত অসচ্ছল ছাত্র ৮০০ টাকার শিক্ষা সহায়ক বৃত্তিটি পাবে। এ বছরের প্রাপক পঞ্চম শ্রেণির অভিজিত বিশ্বাস।

শচীন্দ্রনাথ রায় স্মারক বৃত্তি ঃ জগদ্বন্ধু রায়ের পৌত্র শচীন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র সৌমিত্র রায় '৭৩ সালের ছাত্র ষষ্ঠ শ্রেণির প্রথম হওয়া ছাত্রের জন্য বৃত্তিটির (১০০০ টাকা) প্রচলন করেন। এই বছর বৃত্তিটির প্রাপক রূপ ঘোষ।

হরিসাধন ঘোষ স্মারক বৃত্তি ঃ শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁর নামেই বৃত্তিটির প্রচলন করলেন এক প্রাক্তনী, ষষ্ঠ শ্রেণির সর্বাপেক্ষা বিদ্যানুরাগী ছাত্রের জন্য এককালীন শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি ৮৫০ টাকা। এ বছরের প্রাপক রাকেশ পাইক।

কল্যাণ মৈত্র স্মারক বৃত্তি ঃ কল্যাণ মৈত্র '৫৩, এঁর স্মৃতিতে ওঁনার স্ত্রী অরুণা মৈত্র ২০১১ সাল থেকে সপ্তম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারীর জন্য বৃত্তিটি দিচ্ছেন। এ বছর (১০০০ টাকার) বৃত্তিটি পাচ্ছে দেবপ্রিয় ঘোষ।

প্রমথবন্ধু দে স্মারক বৃত্তি ঃ '৫৫ সালের এক প্রাক্তনী তাঁর মাস্টারমশাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বৃত্তিটির প্রচলন করলেন ২০১৩ সালে। সপ্তম শ্রেণির সর্বাপেক্ষা আগ্রহী এবং ছাত্রের জন্য শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি (৮৫০ টাকা) পাবে সঞ্জীব সরদার।

সুরেন্দ্রনাথ দাস স্মারক বৃত্তি ঃ রবিশঙ্কর নস্কর '৫৮, ওনার মাস্টারমশাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বৃত্তিটির প্রচলন করেন। অষ্টম শ্রেণির প্রথম হওয়ায় এ বছর এই বৃত্তিটি (৮০০ টাকা) পাবে রোহিত বিশ্বাস।

হীরেন্দ্র চন্দ্র ও ঊষারানী ঘোষ স্মারক বৃত্তি ঃ শমীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ১৯৫৬, ওনার বাবা ও মা-র স্মৃতিতে এই শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি (১৫০০ টাকা) প্রচলন করলেন ২০০৯ সাল থেকে। এ বছরের প্রাপক অষ্টম শ্রেণির বিভাস মিদ্দা।

পূর্ণিমা দেবী স্মারক বৃত্তি ঃ ১৯৭১ সালের ছাত্র আশিস ভট্টাচার্য এই স্মারক বৃত্তিটির প্রচলন করেছেন ২০০৬ থেকে, নবম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারীর জন্য। এ বছরের প্রাপক সুদীপ্ত রায়। বৃত্তিমূল্য সুদীপ্ত রায় (১০০০ টাকা)।

ইরা দাশগুপ্ত স্মারক বৃত্তি ঃ ২০০৫ সালের ছাত্র অধিরাজ সেনগুপ্ত, নবম শ্রেণির বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য এই বৃত্তিটি প্রচলন করে দেন ২০১৭ সালে। প্রথম বছর ১০০০ টাকার এই বৃত্তিটি পাচ্ছে সুদীপ্ত রায়।

বিষ্ণুপদ সিংহ ও সরযূবালা সিংহ স্মারক বৃত্তি ঃ স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক বিষ্ণুপদ সিংহ এবং ওঁনার স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ওঁদের মেয়ে হাসি মিত্র এই বৃত্তিটির প্রচলন করেন ২০০৫ সালেই। প্রসঙ্গত বলে রাখি, হাসি মিত্রের তিন ভাই-ই অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। নবম শ্রেণির যে ছাত্র ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে, সেই হবে এই বৃত্তির প্রাপক। বৃত্তির মূল্য ৫০০ টাকা। এই বৃত্তিটির প্রাপক অর্ণব কুমার করণ।

হীরেন্দ্র চন্দ্র ও ঊষারানী ঘোষ স্মারক বৃত্তি ঃ শমীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ১৯৫৬, ওনার বাবা ও মা-র স্মৃতিতে এই বৃত্তি প্রচলন করলেন ২০০৯ সালে। এ বছরের শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি প্রাপক নবম শ্রেণির রৌনক ঘোষ। বৃত্তি মূল্য ১৫০০ টাকা।

বিমল কৃষ্ণ মিত্র এবং বিমলা মিত্র স্মারক বৃত্তি ঃ ১৯৫৬ সালের ছাত্র শমীন্দ্র চন্দ্র ঘোষের স্ত্রী কৃষ্ণা ঘোষ এই বৃত্তিটি প্রচলন করলেন ২০০৯ সাল থেকে। স্কুলে দশম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রের জন্য এই শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি, মূল্য ১৫০০ টাকা। এ বছর এই বৃত্তিটির প্রাপক ইন্দ্রজিৎ যাদব।

চণ্ডীদাস বাগচি স্মারক বৃত্তি ঃ আমাদের প্রাক্তন সভাপতি চণ্ডীদাস বাগচির পুত্র জয়মাল্য বাগচি ২০১১ সালে এই স্মারক বৃত্তিটি প্রচলন করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক দেবাঙ্কন দে-র (৬৫৭) জন্য ৫০০০ টাকার এই বৃত্তিটি।

কুলদারঞ্জন দে স্মারক বৃত্তি ঃ দেবদীপ দে ১৯৮৭, ওনার বাবার স্মৃতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য ৫০০ টাকার এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন ২০০৯ সালে। ৯০ নম্বর পেয়ে দেবাঙ্কন দে এই বৃত্তিটি (৫০০ টাকা করে) পাবে।

কার্তিক চন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কার ঃ সুব্রত কুমার সেন ১৯৮০ ও শান্তনু সেন ১৯৯০, ২০০০ সাল থেকে এঁরা কার্তিক চন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কার দিচ্ছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্কেতে লেটার সহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই পুরস্কারটি পাবে। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৯ নম্বর পেয়ে এবার ৫০০ টাকার এই পুরস্কার পাচ্ছে অর্ঘ্য নস্কর।

সুনন্দা দেবী স্মারক বৃত্তি ঃ এই বৃত্তিটির জ্ঞাপক আশিস ভট্টাচার্য ১৯৭১, মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানে লেটার মার্কস সহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই ১০০০ টাকার স্মারক বৃত্তিটি পাবে। এ বছরের এই বৃত্তিটি পাচ্ছে সৈকত চক্রবর্তী (৯৯)।

মিনতি রায় স্মারক বৃত্তি ঃ সোমনাথ রায় '৬৮, ওনার মা মিনতি রায় (জগদ্বন্ধু রায় পরিবারের পুত্রবধূ)-এঁর স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেছেন। মাধ্যমিকে লেটার মার্কস সহ ভৌতবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য, এ বছর ৯৭ এই বৃত্তিটি পাচ্ছে সৈকত চক্রবর্তী। বৃত্তিমূল্য ২০০০ টাকা।

অনিলা রায় চৌধুরি স্মারক বৃত্তি ঃ তপেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরি ১৯৫৩। ওনার মা-এর স্মরণে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। প্রাপক মাধ্যমিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর। অর্ঘ্য নস্কর (৯৪) ও দেবাঙ্কন দে (৯৪) এ বছরের এই স্মারক বৃত্তি (৫০০ টাকা) পাচ্ছে।

অজিত সেন স্মারক বৃত্তি ঃ অরবিন্দ সেন ১৯৬৭, ২০০৩ সালে তার পিতা অজিত সেনের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি প্রবর্তন করেছেন। বৃত্তিমূল্য ১০০০ টাকা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভূগোলে লেটার মার্কস সহ সর্বোচ্চ নম্বর (৯৮) প্রাপক এই বৃত্তি পাবে। অর্ঘ্য নস্কর এই বৃত্তিটি পাবে।

পারমিতা মজুমদার স্মারক বৃত্তি ঃ এই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে এই স্কুলেরই মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য এই বৃত্তি। সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত পুরস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন স্বর্গীয় সদস্য অমল মজুমদার '৪৯, ১৯৯৮ সাল থেকে ওঁনার ছোটো মেয়ের নামে। বর্তমানে এই বৃত্তিটি দিচ্ছেন ওঁনার মেয়ে অনিন্দিতা দাশগুপ্ত। এর অর্থমূল্য

১০০০ টাকা। এবার এই বৃত্তি পাচ্ছে দেবাঙ্কন দে।

ননীবালা-গিরিবালা স্মৃতি পুরস্কার ঃ প্রয়াত সদস্য তরুণকান্তি তালুকদার ১৯৫০। ওনার মা ননীবালা তালুকদার এবং মাতৃসমা গিরিগালা দেবীর নামে স্মৃতি পুরস্কার দিয়েছেন। প্রতি বছর নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ছাত্ররা এই ননীবালা-গিরিবালা স্মৃতি পুরস্কার পায়। আর্থিক পুরস্কার সহ একটি ফলক।

দেবাঙ্কন দে ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর (৯০) প্রাপক। পুরস্কার মূল্য ১০০০ টাকা।

সৌরদীপ ব্যানার্জী ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর (৮৪) প্রাপক। পুরস্কার মূল্য ১০০০ টাকা। অন্যান্য নাম না পাওয়ায় তা দেওয়া এ বছর সম্ভব হল না।

গৌরী ধর্মপাল স্মারক বৃত্তি ঃ একাদশ শ্রেণির (সব বিভাগের মধ্যে) সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য অধ্যাপিকা শিশু সাহিত্যিক গৌরী ধর্মপালের স্মরণে ওনার কন্যা রোহিনী ধর্মপাল এই বৃত্তিটির প্রচলন করলেন। স্মারকসহ ৭৫০ টাকা অর্থপুরস্কার পাচ্ছে শুভজিত সরদার।

সন্তোষ কুমার দত্ত স্মারক বৃত্তি ঃ বিশ্বজিৎ দত্ত ১৯৬৮ ওর বাবার স্মৃতিতে এই বৃত্তিটির প্রচলন করেন ২০০৭ সালে। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক হিসেবে এই বছর বৃত্তিটি (১০০০ টাকা) পাচ্ছে নিলয় চৌধুরি।

দেবেন্দ্রনাথ সমাদ্দার স্মারক বৃত্তি ঃ একাদশ শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য '৬৭ সালের দেবাশিস চৌধুরি এবং ভাস্কর রায় ওদের মাস্টারমশাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বৃত্তি (৮০০ টাকা) প্রচলন করেন। এই বছর এই বৃত্তিটি পাচ্ছে তমোনাশ বৈদ্য।

অহিভূষণ দাশগুপ্ত স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক অহিভূষণ দাশগুপ্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাস্কর রায় এবং দেবাশিস চৌধুরি '৬৭ এই বৃত্তিটি ৮০০ টাকা প্রচলন করেন। এ বছরের শিক্ষা সহায়ক বৃত্তিটির প্রাপক সানি বর্মন।

অনুপ কুমার সেনগুপ্ত স্মারক বৃত্তি ঃ অধিরাজ সেনগুপ্ত ২০০৫ সালের ছাত্র, বাবার স্মৃতিতে একাদশ শ্রেণির বাণিজ্য বিভাগে হিসাব শাস্ত্রে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য ২০১৭ সালে এই এককালীন ১০০০ টাকার বৃত্তিটির প্রচলন করেন। ৮৮ নম্বর প্রাপ্ত প্রথম বছরের প্রাপক অভীক ঘোষ।

ইন্দিরা দত্ত স্মারক বৃত্তি ঃ বিশ্বজিৎ দত্ত, ১৯৬৮ সালের ছাত্র,ওর মা-র স্মৃতিতে বৃত্তিটির প্রচলন করেন ২০০৭ সাল থেকে। একাদশ শ্রেণির বাণিজ্য বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি (১০০০ টাকা) পাবে। এবারের প্রাপক শুভজিত সরদার।

পরিমল কুমার দাশগুপ্ত স্মারক বৃত্তি ঃ একাদশ শ্রেণিতে রসায়ন বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য ২০০৫ সালের ছাত্র অধিরাজ সেনগুপ্ত এককালীন ১০০০ টাকার এই বৃত্তিটি ২০১৭ সালে প্রবর্তন করেন। এই বছরের নিলয় চৌধুরি।

দেবেন্দ্রনাথ সমাদ্দার স্মারক বৃত্তি ঃ বৈদ্যনাথ দত্ত দেবেন্দ্রনাথ সমাদ্দারের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি ৮০০ টাকা প্রচলন করেন। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষা সহায়ক বৃত্তিটি পাবে সৈকত চক্রবর্তী।

অমল মজুমদার স্মারক বৃত্তি ঃ অমল মজুমদারের (১৯৬৯) মেয়ে অনিন্দিতা দাশগুপ্ত প্রবর্তন করেন, উচ্চতর শিক্ষায় সামান্য আর্থিক সহায়তার জন্য। এ বছর ১০০০ টাকার এই বৃত্তিটি পাবে অমিত মানিক (দ্বাদশ শ্রেণি)।

পি. জি. দেওয়ান স্মারক বৃত্তি ঃ সন্দীপ চক্রবর্তী '৯২ এই বৃত্তিটি প্রচলন করলেন ২০১৪ সালে। দ্বাদশ শ্রেণির বাণিজ্য বিভাগে পাঠরত বিদ্যানুরাগী আপাত অসচ্ছল ছাত্র ৭৫০ টাকার এই বৃত্তিটি পাবে। এবছর এটির প্রাপক মিনাল গায়েন।

নরেশচন্দ্র দে স্মারক বৃত্তি ঃ রণধীর দে ১৯৬৫, ওঁর পিতৃব্যের স্মৃতিতে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করছেন ২০০৫ সাল থেকে, বৃত্তিমূল্য ৮৫০ টাকা। উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক সৌম্যদীপ দেওয়ান এই বৃত্তি পাচ্ছে।

চণ্ডীদাস বাগচি স্মারক বৃত্তি ঃ আমাদের প্রাক্তন সভাপতি চণ্ডীদাস বাগচির সুযোগ্য পুত্র জয়মাল্য বাগচি ২০১১ সালে এই স্মারক বৃত্তিটি প্রচলন করেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কুলে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য ১০,০০০ টাকার এই বৃত্তি। এ বছর এই বৃত্তিটি পাচ্ছে সৌম্যদীপ দেওয়ান।

জ্যোতিভূষণ চাকী স্মারক বৃত্তি ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাষা বিভাগে (বাংলা ও ইংরেজি) সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের বৃত্তিটির প্রচলন করেন ওঁনার দুই ছাত্র '৬৭ সালের ভাস্কর রায় এবং দেবাশিস চৌধুরি। এ বছর রাহুল দাস (৮১ ও ৯১), সৌরদীপ ব্যানার্জী (৮৪ ও ৮৮) পেয়ে এই বৃত্তিটি (৪০০ টাকা করে) পাচ্ছে।

লাবণ্যপ্রভা স্মারক বৃত্তি ঃ সদস্য সুকমল ঘোষ ১৯৬৯ ওঁর মা -এর স্মৃতিতে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন ২০০০ সালে, মূল্য ১০০০ টাকা। স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই স্মারক বৃত্তিটি পাবে। এবারের প্রাপক বিনায়ন দাস (৪৩৮)।

কাজল বল স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাক্তন শিক্ষক প্রয়াত কাজল বলের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেছেন ওনার স্ত্রী স্কুলেরই শিক্ষিকা কল্যাণী বল। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে রাহুল দাস (৪৩৬) এই বৃত্তিটি পাচ্ছে। এ বছর এর বৃত্তিমূল্য ৯৫০ টাকা।

শিবনারায়ণ চৌধুরি স্মারক বৃত্তি ঃ তপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি ১৯৫৩, ওঁর পিতার স্মরণে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। এই বৃত্তি প্রাপক হবে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞানে তৃতীয় স্থানাধিকারী। এবারে এই পুরস্কারের প্রাপক সৌরদীপ ব্যানার্জী (৪৩১)। এর বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা।

বিষ্ণুপদ সিংহ স্মারক বৃত্তি ঃ স্কুলের ইংরেজিতে প্রাক্তন শিক্ষক বিষ্ণুপদ সিংহের স্মরণে তাঁর পুত্রেরা দিলীপ কুমার সিংহ ১৯৫৩, দেবপ্রসন্ন সিংহ ১৯৬৭ ও দেবদত্ত সিংহ ১৯৬৯ একটি স্মারক বৃত্তি ২০০০ সালে প্রবর্তন করেছেন। প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি সর্বোচ্চ নম্বর জ্ঞাপক এই বৃত্তিটি পাবে। বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা। ৯১ নম্বর পেয়ে এই বৃত্তির এবারের প্রাপক রাহুল দাস।

শেফালী গণ স্মারক বৃত্তি ঃ শিবদাস গণ ১৯৫৬ সালের ছাত্র। তিনি ওনার মা-এর স্মৃতিতে একটি বৃত্তি দিয়ে আসছেন ২০০০ সাল থেকে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস সহ অঙ্কে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক পাবে এই বৃত্তি। ১০০ নম্বর পেয়ে এ বছর বৃত্তিটির প্রাপক অনিকেত পাল ও বিনায়ক দাস। বৃত্তিমূল্য ১০০০ টাকা প্রতিটি।

ড. আনন্দমোহন ঘোষ স্মারক বৃত্তি ঃ আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রয়াত ড. আনন্দমোহন ঘোষের পুত্র কণাদ ঘোষ ও কন্যা সুদেষ্ণা ঘোষ তাঁদের পিতৃদেবের স্মৃতিতে স্মারক বৃত্তি ২০০৪ সালে প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে পদার্থবিদ্যায় লেটার মার্কস সহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই (৩০০ টাকা করে) বৃত্তিটি পাবে। ৮১ নম্বর পেয়ে এ বছরে বৃত্তি প্রাপক রাহুল দাস ও বিনায়ক দাস ।

সুবিমল গুপ্ত স্মারক বৃত্তি ঃ ২০০১ সালে ধ্রুবজ্যোতি গুপ্ত ১৯৬৮ এবং অমরজ্যোতি গুপ্ত ১৯৭০। ওদের বাবার স্মৃতিতে এই স্মারক বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে রসায়নে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি পাবে। মূল্য ১০০০ টাকা, এই বছর বৃত্তিটি পাচ্ছে বিনায়ক দাস (৮৫)।

রামকুমার সেন স্মৃতি পুরস্কার ঃ ২০০২ সাল থেকে সুব্রত কুমার সেন ১৯৮০ এবং শান্তনু সেন ১৯৯০ সালের ছাত্র তাদের বাবার স্মৃতিতে এই পুরস্কারটি দিয়ে আসছেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাশি বিজ্ঞানে এ বছরের প্রাপক প্রিতম পয়রা (৫৫)। ৫০০ টাকার এই পুরস্কার।

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি ঃ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত এই পুরস্কার উচ্চমাধ্যমিকে জীব বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য। ৯১ নম্বর পেয়ে এবছর এই বৃত্তির প্রাপক সৌরদীপ ব্যানার্জী। ১০০০ টাকা বৃত্তি সহ একটি স্মারক।

সুধারানি ঘোষ স্মারক বৃত্তি ঃ উচ্চমাধ্যমিক বাণিজ্য বিভাগে প্রথম তিনজনকে এককালীন বৃত্তি দিয়ে আশীর্বাদ জানাতে চান অশোক কুমার ঘোষ ১৯৬৪। তার মায়ের নামে প্রদত্ত এই বৃত্তির অর্থমূল্য যথাক্রমে ১০০০, ৮০০ এবং ৭০০ টাকা।

সৌম্যদীপ দেওয়ান - ৪৪৪, সায়ন দাস - ৪৩৫
শুভদীপ দাস - ৪৩১

শক্তিপদ চক্রবর্তী স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শক্তিপদ চক্রবর্তীর স্মৃতিতে দেবাঞ্জন লাহা (২০১০) ২০১৭ সালে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন। উচ্চমাধ্যমিকে বাণিজ্য বিভাগে সর্বোচ্চ নং প্রাপক এবং হিসাব শাস্ত্রে ন্যূনতম ৮০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র সৌম্যদীপ দেওয়ান (৪৪৪+ ৯২+৯২) প্রথম বছর ১০০০ টাকার এই বৃত্তিটি পাচ্ছে।

অধ্যাপক সুধীর কুমার দত্ত স্মারক বৃত্তি ঃ সমীরেন্দু দত্ত ১৯৫৪ ওনার পিতা অধ্যাপক সুধীর কুমার দত্তের এই বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন ১৯৯৯ সালে। হিসাবশাস্ত্রে লেটার মার্কস সহ উচ্চমাধ্যমিকে ৭৫ শতাংশ পাওয়া ছাত্রের জন্য। এবছরের এই বৃত্তির প্রাপক সৌম্যদীপ দেওয়ান (৪৪৪+৯২), সায়ন দাস (৪৩৫+৮৬), শুভদীপ দাস (৪৩১+৯১), শুভঙ্কর নাথ (৪১৯+৮৩), দীপু মল্লিক (৪১৫+৯০), সৌরদীপ অধিকারী (৪০৩+৮৫), বিকাশ সাউ (৩৮৪+৮৩), রাহুল সাউ (৩৭৯+৮৫)। পুরস্কার মূল্য ২৫০টাকা।

অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাক্তন ছাত্র এবং শিক্ষক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ওনার বাবার স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেছেন। হিসাবশাস্ত্রে ৯০-এর বেশি সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্যই এই বৃত্তি। এবছর প্রাপক সৌম্যদীপ দেওয়ান (৯২), শুভদীপ দাস (৯১), দীপু মল্লিক (৯০)। এরা যথাক্রমে ৫০০ টাকা, ২৫০ টাকা এবং ২৫০টাকা পাবে।

বনলতা দেওয়ান স্মারক বৃত্তি ঃ ১৯৭২ সালের ছাত্র শৈলেন্দ্র দেওয়ান ওনার মায়ের নামে ২০১৪ সালে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন। বাণিজ্য বিভাগে কারিগরী শিক্ষার রূপরেখা (BSTD-Business Studies) বিষয়ে লেটার মার্কসসহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি (৯০০ টাকা) পাবে। প্রাপক শুভদীপ দাস (৮৩)।

পাঁচুগোপাল দেওয়ান স্মারক বৃত্তি ঃ ১৯৭২ সালের ছাত্র শৈলেন্দ্র দেওয়ান ওনার বাবার নামে ২০১৫ সালে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন। বাণিজ্য বিভাগে পরিব্যয় হিসাব বিদ্যা ও আয়করের রূপরেখা (CSTX - Costing & Taxation) বিষয়ে লেটার মার্কসসহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি ৯০০ টাকাপাবে। প্রাপক সৌম্যদীপ দেওয়ান (৯২)।

জ্যোতিপ্রসাদ চক্রবর্তী স্মারক বৃত্তি ঃ ১৯৬২ সালের ছাত্র অজিত প্রসাদ চক্রবর্তী ওনার বাবার নামে ২০১৫ সালে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন। বাণিজ্য বিভাগে বাণিজ্যিক আইন ও নিরীক্ষাশাস্ত্র (CLPA - Commercial Law & Preliminaries Auditing) বিষয়ে লেটার মার্কসসহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি ৮৫০ টাকা পাবে। প্রাপক সৌম্যদীপ দেওয়ান (৯৮)।

শ্যামল দত্তরায় স্মারক বৃত্তি ঃ আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক বিশিষ্ট চিত্রকর শ্যামল দত্ত রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এই বৃত্তি। প্রতি বছর আমাদের বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজার আমন্ত্রণ পত্রে মুদ্রণের জন্য নির্ধারিত সর্বশ্রেষ্ঠ আঁকা ও হাতের লেখার জন্য বৃত্তিটি। বৃত্তিমূল্য ৮০০ টাকা করে। এবারের বৃত্তি পাবে যথাক্রমে রোহিত বিশ্বাস ও সুদীপ্ত দাস।

ছাত্র-শিক্ষা স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাক্তন ছাত্রদের বিশেষ করে সৌমেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের ১৯৬৫ অনুদানে গড়ে উঠেছে এই বিশেষ ফাণ্ড। স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ও আপাত অসচ্ছল ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার আংশিক আর্থিক সহায়তা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এই বছর আর্থিক অনুদান (১৫০০ টাকা করে) পাচ্ছে -- বুবাই দাস, সৌরভ প্রামাণিক, সূর্যকিরণ দে।

শৈলেন্দ্রনাথ সেন স্মারক বৃত্তি ঃ ৫০০ টাকারা প্রাপক অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ।এই পুরস্কারটি এবার নতুন সংযোজিত।

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.